SME NEWS
এসএমই নিউজ
এসএমই ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার

এসএমই ফাউন্ডেশন

বর্ষ ০৯ | সংখ্যা ২৯ | জানু-মার্চ ২০২০

৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ আয়োজনঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমএমই খাতের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ পরামর্শ

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং অতিথিবৃন্দের সাথে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত এসএমই উদ্যোক্তাগণ

এসএমই পণ্যের প্রচার এবং প্রসারের লক্ষ্যে ০৪-১৩ মার্চ ২০২০ রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে '৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০' আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি রাজধানীর কৃষিবিদ ইনস্টিটিউশন বাংলাদেশ (কেআইবি) মিলনায়তনে এই মেলার উদ্বোধন করেন। এবারের মেলায় ২৯৬জন এসএমই উদ্যোক্তা ৩০৯টি স্টলে (যার মধ্যে রয়েছেন ১৯৫জন নারী এবং ১০১ জন পুরুষ উদ্যোক্তা) তাঁদের পণ্য প্রদর্শন ও বিক্রয় করেন। যার মধ্যে রয়েছে- পাটজাত পণ্য, কৃষি ও চামড়াজাত পণ্য, ইলেকট্রিক্যাল সামগ্রি, হাল্কা প্রকৌশল শিল্প পণ্য, হস্ত ও কুটির শিল্প, প্লাস্টিক এবং সিনথেটিকজাত পণ্য। শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির সভাপতি আমির হোসেন আমু এমপি, শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। এরপর দেশের সম্ভাবনাময় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এসএমই) খাতকে এগিয়ে নিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাঁচ দফা নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি তাঁর নির্দেশনায় বলেন-

১. আমাদের ঐতিহ্যবাহী পণ্যের পাশাপাশি উন্নত বিশ্বে ভোক্তাদের চাহিদা-নির্ভর শতভাগ রপ্তানীমুখী পণ্য উৎপাদনে মনোনিবেশ করতে হবে।

২. দেশজ কাঁচামাল ব্যবহার করে ভারি শিল্পের পরিপূরক পণ্য এসএমই শিল্পের মাধ্যমে প্রস্তুত করতে হবে।

৩. এসএমই শিল্পের মাধ্যমে সুনীল অর্থনীতির বিকাশ ঘটাতে হবে।

৪. কেউ যাতে আমাদের আর সস্তা শ্রমের দেশ মনে না করে। সেজন্য আমাদের দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি করতে হবে এবং উচ্চতর মূল্য সংযোজনের লক্ষ্য নিয়ে স্বল্প উৎপাদন খরচের সঙ্গে উন্নত প্রযুক্তির সংযোগ ঘটিয়ে গ্লোবাল ভ্যালু চেইন'র অংশীদার হতে হবে।

৫. আমাদের দেশীয় বিজ্ঞানী ও গবেষকগণ ডিজিটাল, বায়োলজিক্যাল ও ফিজিক্যাল উদ্ভাবনে এগিয়ে রয়েছেন। ভবিষ্যতে উদ্ভাবনী এই তিন ধারার সংমিশ্রণ ঘটাতে হবে। দেশের মাটিতে তা করতে পারলেই আমরা আসন্ন চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে পারব।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে নারী-উদ্যোক্তা সৃষ্টির ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, সরকার সারাদেশে একশত বিশেষ অর্থনৈতিক অঞ্চল গড়ে তুলছে। এই বিশেষ শিল্পাঞ্চলে নারী উদ্যেক্তাদের অগ্রাধিকার দিতে বিশেষ নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। কারণ, আওয়ামী লীগ সরকার বিশ্বাস করে, নারী-পুরুষ সমানভাবে এগিয়ে এলেই আরো বেশি নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি হতে পারে। সেদিকেই বিশেষভাবে দৃষ্টি দিতে চায় বর্তমান সরকার।

(বিস্তারিত পরের পৃষ্ঠায়)

৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ আয়োজনঃ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমএমই খাতের উন্নয়নে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পাঁচ পরামর্শ

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

পণ্য উৎপাদন, বাজারজাত, নতুন বাজার সৃষ্টিসহ এসএমই সংশ্লিষ্ট শিল্পের সকল ক্ষেত্রে গবেষণার তাগিদ দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রি বলেন, ‘এক্ষেত্রে গবেষণা একান্তভাবে প্রয়োজন। গবেষণার মাধ্যমে আমরা যেন পণ্যের চাহিদা, পণ্য উৎপাদন এবং পণ্য বাজারজাতকরণ নিশ্চিত করতে পারি।’ তিনি এ সময় এসএমই ফাউন্ডেশনকে গবেষণায় গুরুত্ব দেওয়ারও নির্দেশ প্রদান করেন। তাঁর সরকার সবসময় এসএমই ফাউন্ডেশনকে গুরুত্ব দিলেও ‘এখানে উদ্যোক্তার সংখ্যা আশানুরূপ নয়,’ উল্লেখ করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, তাঁর ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আসার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করা। কারণ, এস এমই খাতের মাধ্যমেই দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এসএমই ফাউন্ডেশন ইতোমধ্যে সারাদেশে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ১৭৭টি ক্লাস্টার চিহ্নিত করেছে এবং উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ, স্বল্প সুদে অর্থায়ন, নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টির কার্যক্রম গ্রহণ করেছে।’ এসব ক্লাস্টারের উন্নয়ন এবং অবকাঠামোগত সুবিধাদি বৃদ্ধির জন্য যা যা প্রয়োজন সে ক্ষেত্রে সব ধরনের সহায়তাও তাঁর সরকার প্রদান করবে বলে উল্লেখ করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী। ব্যাংক ঋণে সুদের হার এক অঙ্কে নামিয়ে আনাকেও গুরুত্বপূর্ণ আখ্যায়িত করে বিষয়টির বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াধীন উল্লেখ করে তিনি বলেন, ‘এর ফলে আগামীতে নারী উদ্যোক্তাসহ এসএমই খাতের উদ্যোক্তাদের ঋণ প্রাপ্তিতে সুবিধা হবে।’ উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে সরকারের বিনা-জামানতে ব্যাংক ঋণ কর্মসূচির কথা তুলে ধরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, কর্মসংস্থান ব্যাংকের মাধ্যমে বিনা-জামানতে সরকার নবীন উদ্যোক্তাদের ঋণ সুবিধা প্রদান করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন থেকেও ঋণ সুবিধা দেয়া হচ্ছে।

তিনি বলেন, ‘নিজস্ব বাজার সৃষ্টি করতে হবে। সেই সাথে নতুন বাজার অন্বেষণ করতে হবে। কোথায় আমরা নতুন বাজার পেতে পারি, কোন দেশে কোন পণ্যের চাহিদা বেশি সেটা খুঁজে বের করা এবং সেই ধরনের পণ্য উৎপাদন করা। সেই উদ্যোগ নিতে হবে।’ পণ্য বাজারজাতকরণে সমস্যাগুলো চিহ্নিত করে তা সমাধান করতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বাজারজাত করা একটা সমস্যা। সে জন্য বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা নিতে হবে।’ একইসঙ্গে কাঁচামাল প্রাপ্তি নিশ্চিত করার কথাও বলেন তিনি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা যে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে তুলবো তার যে কাঁচামাল তার চাহিদা কিভাবে পূরণ হবে সেটা আমাদের দেখতে হবে, এই কাঁচামাল প্রাপ্তি ও নিশ্চিত করতে হবে। ফ্যাশন ডিজাইন এবং পণ্য উৎপাদনে ঋতু বৈচিত্র্যের বিষয়টি মাথায় রাখার ওপরও তিনি গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা অর্জনের তাগিদ দিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘দেশ-বিদেশে সবখানেই সবাই দক্ষ জনশক্তি চায়। সেই দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির আমরা উদ্যোগ নিয়েছি।’

তিনি বলেন, জাতির পিতা ১৯৫৬ সালে বাণিজ্য, শিল্প, শ্রম ও ভিলেজ এইড মন্ত্রী ছিলেন। তিনি মাত্র আট মাস এ দায়িত্ব পালন করেন। তারপর মন্ত্রিত্ব ছেড়ে দলকে শক্তিশালী করার কাজে মনোনিবেশ করেন। তিনি বলেন, জাতির পিতা ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প আইন (১৯৫৭) প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা পালন করেন এবং দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্য নিয়ে বাংলাদেশ সৃষ্টির পূর্বেই ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা করেন। জাতির পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে আওয়ামী লীগ সরকার দেশজ উৎপাদন বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং দারিদ্র্য বিমোচনের লক্ষ্যে এসএমই শিল্প বিকাশে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বলেও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উল্লেখ করেন।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আরো বলেন, তাঁর সরকার শিল্প কারিগরি সহায়তা কেন্দ্র আইন (২০১৯), শিল্প প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ আইন (২০১৮), স্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেস্টিং ইনস্টিটিউশন আইন (২০১৮), ট্রেডমার্ক (সংশোধনী) আইন (২০১৫), ভৌগোলিক নির্দেশক পণ্য আইন (২০১৩)-সহ নানাবিধ আইন প্রণয়ন করেছে। একইসঙ্গে বাংলাদেশের গ্রামীণ জনপদে শহরের সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে ‘আমার গ্রাম আমার শহর’ প্রকল্প হাতে নিয়েছে সরকার। তিনি এ প্রসঙ্গে আরো বলেন, ‘আমাদের সরকার গৃহীত এসএমই নীতি (২০১৯), জাতীয় শিল্পনীতি (২০১৬), বিভিন্ন পণ্য উন্নয়ন নীতিমালা, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব শিল্প পুরস্কার নীতিমালা (২০১৯), জাতীয় উদ্ভাবন ও মেধাসম্পদ নীতিমালা (২০১৮) সহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পখাতের অবদান ক্রমেই জোরদার হচ্ছে।’

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবর্ষ উদযাপন এবং স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী উদযাপনকে কেন্দ্র করে তাঁর সরকারের ‘মুজিববর্ষ’ ঘোষণার প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, ‘শুধু বাংলাদেশ নয়, সারা বিশ্বে নানা আয়োজনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর জীবন, দর্শন ও আত্মত্যাগের ইতিহাস স্মরণ করা হবে।’ ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ দেশ গড়ে তুলতে এ সময় তিনি সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতি শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি বলেন, ইতোমধ্যে বাংলাদেশ রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের প্রায় দ্বারপ্রান্তে। দেশ কৃষিনির্ভর অর্থনীতি থেকে এখন শিল্পনির্ভর অর্থনীতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ইতোমধ্যে ৩৫.১৪ শতাংশ ছাড়িয়ে গেছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে খুব দ্রুতই জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান ৪০ শতাংশে পৌঁছাবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে খাপ খাইয়ে দেশব্যাপী জ্ঞানভিত্তিক শিল্পায়নের অভিযাত্রা জোরদারে শিল্প মন্ত্রণালয় কাজ করছে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের শিল্প মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটির সভাপতি আমির হোসেন আমু এমপি, বলেন, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ভারী শিল্পের সহায়ক হিসাবে কাজ করে থাকে; যা দেশের সামগ্রিক শিল্প উন্নয়নের জন্য অতি জরুরি। সরকার জাতীয় শিল্পনীতি-২০১৬-এ এসএমই খাতকে অত্যান্ত গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করেছে এবং দেশীয় শিল্প বিকাশের জন্য বর্তমান সরকার সাধ্যমত সব ধরনের সহায়তা প্রদান করছে।

অনুষ্ঠানে শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষিত রূপকল্প ২০২১, রূপকল্প ২০৪১ এবং নির্বাচনী ইশতেহারে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিল্প মন্ত্রণালয় নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে। তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করেন যে জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক সকল লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিল্প মন্ত্রণালয় এসএমই খাতকে মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম ২০১৮ সালে ৬ষ্ঠ জাতীয় এসএমই পণ্য মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় উপস্থিতির কথা শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করেন। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে বিশ্ব অর্থনীতির বিস্ময় বাংলাদেশের জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান প্রায় ৩৫ শতাংশ। তন্মধ্যে, এসএমই খাতের অবদান প্রায় ২৫ শতাংশ। তিনি আরও বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদৃঢ় নেতৃত্বে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাতের ভূমিকা ক্রমশ প্রাধান্য পাচ্ছে। জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা গঠনে শিল্প খাতের অবদানকে সুসংগঠিত করার জন্য আইনী কাঠামো হিসেবে ‘এসএমই নীতিমালা ২০১৯’ প্রণয়ন করায় তিনি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, মাননীয় শিল্পমন্ত্রীর সুদক্ষ নেতৃত্বে শিল্পখাতের সকল অংশীজনের সমন্বয়ে এসএমই নীতিমালা বাস্তবায়নের মাধ্যমে দেশের অর্থনীতির চাকা আরও বেগবান হবে।

অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ৫ জন উদ্যোক্তাকে মাঝে ‘জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২০’ প্রদান করেন। পুরস্কার বিজয়ীরা প্রত্যেকে এক লাখ টাকা পুরস্কারের অর্থের চেক, ট্রফি এবং সনদপত্র লাভ করেন।

৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ আয়োজন (গ্যালারি)

‘ফিতা কেটে ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ -এর উদ্বোধন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি’

‘সম্মানিত অতিথিদের সাথে নিয়ে ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ স্টল পরিদর্শন করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি’

‘Showcasing 8th National SME Fair 2020’ গোলটেবিল বৈঠক

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং জাতীয় ও আঞ্চলিক মেলা আয়োজন বিষয়ে বাংলাদেশে কর্মরত কূটনীতিক এবং বিদেশী সংস্থা প্রধানদের ধারণা প্রদান ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে বাজার সংযোগ স্থাপনের লক্ষ্যে ০৫ মার্চ ২০২০ তারিখে ঢাকাস্থ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মিডিয়া বাজার হলে অর্ধদিবসব্যাপী ‘Showcasing National SME Fair 2020’ গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয়। গোলটেবিল বৈঠক শেষে আমন্ত্রিত কূটনীতিক ও বিদেশী সংস্থা প্রধান ও তাদের পরিবার এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ ‘৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা-২০২০’ পরিদর্শন করেন। অনুষ্ঠানে কূটনীতিক, বিদেশী সংস্থার প্রতিনিধি, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, শিল্প মন্ত্রণালয়, সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগের কর্মকর্তা, বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক ও গবেষক, এসএমই অ্যাসোসিয়েশন প্রতিনিধি ও উদ্যোক্তা প্রতিনিধিসহ ৭৫জন অংশগ্রহণ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠকে প্রধান

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এম.পি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রী ড. এ. কে. আব্দুল মোমেন, এম.পি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম, তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম এনডিসি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এর অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মহাপরিচালক মিজ নাহিদা রহমান সুমনা এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদ সদস্য এবং এফডিবি সভাপতি মানতাশা আহমেদ।

‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এসএমই খাতের ভূমিকা’ সেমিনার আয়োজন

‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এসএমই খাতের ভুমিকা’ সেমিনারে অতিথিবৃন্দ

৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলার অংশ হিসেবে ১০ মার্চ ২০২০ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রের মিডিয়া বাজারে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (এসডিজি) অর্জনে এসএমই খাতের ভূমিকা’ সেমিনার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক জুয়েনা আজিজ। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন মাহমুদ। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। সেমিনারের স্বাগত বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি বলেন, ২০৩০ সালের মধ্যে জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোকে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট বা Sustainable Development Goals (SDG) এর ১৭টি অভীষ্ট এবং ১৬৯টি লক্ষ্য অর্জন করতে হবে। বাংলাদেশ এমডিজি (MDG) সফলভাবে অর্জন করেছে জানিয়ে তিনি বলেন যে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পোদ্যোক্তারা মূলত নিজেদের উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের ও দেশের উন্নয়নের জন্য কাজ করছে। আর এ সকল উন্নয়ন সমষ্টিগতভাবে দেশ ও বৈশ্বিক উন্নয়নে রূপ নিচ্ছে। এসডিজি অভীষ্টসমূহ অর্জনের লক্ষ্যে এসএমই ফাউন্ডেশনও বহুমুখী কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

সেমিনারের মূল প্রবন্ধে অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয়ের রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট ড. আমজাদ হোসেন বলেন, টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs) এর ৯নং অভীষ্টটি (Industrialization, Innovation and infrastructure) মূলত এসএমই উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশে যেহেতু ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের (কটেজসহ) সংখ্যা অনেক (৭.৮ মিলিয়ন) তাই ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের (এসএমই) উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। তার মতে, এসএমই নীতিমালা ২০১৯ এর ১১টি কৌশলগত লক্ষ্য টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে খুবই সহায়ক হবে।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের এসডিজি বিষয়ক মুখ্য সমন্বয়ক মিজ জুয়েনা আজিজ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দক্ষ নেতৃত্বে ২০১৫ সালে এমডিজি (Millennium Development Goals) অর্জিত হয়েছে এবং তাঁরই হাত ধরে এসডিজি অর্জিত হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য যে বিশেষ হটলাইনের কথা বলা হয়েছে সেটি শিগগিরই চালুর আশাবাদ ব্যক্ত করে তিনি আরো বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের সাথে তাল মেলানোর জন্য সরকারের গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি খাতে বিনা সুদে ঋণ এবং অর্থায়নের ব্যবস্থা। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের প্রসারের লক্ষ্যে সরকার খাতভিত্তিক বিভিন্ন সহজ শর্তের ঋণের ব্যবস্থা করেছে উল্লেখ করে তিনি জানান এসএমই খাতেও সহজ শর্তে এরকম আরও ঋণের প্রবর্তন হবে।

সেমিনারের বিশেষ অতিথি শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাহউদ্দিন মাহমুদ বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ভিশন হলো ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশ, ২০৩০ সালের মধ্যে SDG অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে শিল্পোন্নত বাংলাদেশ গড়া। আর এই লক্ষ্যগুলো অর্জনে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (SME) কোন বিকল্প নেই। আমাদের সরকারের অন্যতম লক্ষ্য হলো ২০২১ সালের মধ্যে ১ কোটি ২১ লক্ষ লোকের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা। শুধু দেশের সরকারের পক্ষে এত মানুষের চাকুরির ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। তার জন্য ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প খাতে উদ্যোক্তা তৈরি করতে হবে। এসএমই-খাতে উদ্যোক্তাদের সাফল্য আসলে দারিদ্র্য দূর হবে, ক্ষুধা মুক্তি ঘটবে ও নারীর ক্ষমতায়ন হবে। ফলে এসএমই-এর মাধ্যমে এসডিজি (SDG) অর্জন সহজ হবে।

সভাপতির বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম বলেন, প্রথম দিকে জাতীয় এসএমই মেলা ৫০/৮০টি স্টল দিয়ে শুরু হলেও বর্তমানে তা ৩০০ এর অধিক। এক্ষেত্রে শুধু অংশগ্রহণই বাড়েনি বরং গুণগতমানও বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১২ সালের দিকে এসএমই উদ্যোক্তারা দেশীয় বাজারের বাইরে যাবার বিষয়ে ভাবেননি। এখন জাতীয় এসএমই মেলায় অংশগ্রহণকারী প্রায় ৫০% উদ্যোক্তা স্বল্প আকারে হলেও বিদেশে তাদের পণ্য রপ্তানি করছেন। এছাড়াও এসএমই পণ্য মেলায় ৬৫ থেকে ৭০% নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করছেন যা নারীর ক্ষমতায়ন বিষয়ক এসডিজি অভীষ্ট ৫ (পাঁচ) অর্জনে সহায়ক হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ইসমাত জেরিন খান, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ বিভাগের অধ্যাপক ড. মোঃ ইউসুফ এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগের যুগ্মসচিব মোহাম্মদ নাভিদ শফিউল্লাহ।

সেমিনারে গবেষণা প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা, এসএমই সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, উদ্যোক্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ শতাধিক অতিথি অংশগ্রহণ করেন।

‘Digital Finance for MSMEs’ সেমিনার আয়োজন

‘Digital Finance for SME’s’ সেমিনারে অতিথিবৃন্দ

এসএমই উদ্যোক্তাদের অন্যতম প্রধান সমস্যা সহজ শর্তে অর্থায়ন। বাংলাদেশের অধিকাংশ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এখনো প্রচলিত ধারায় ব্যাংকিং সেবা প্রদান করে থাকে; ফলে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ঋণ বিতরণের ব্যয় বৃদ্ধি পায়, যা পক্ষান্তরে উদ্যোক্তাদের ওপর বর্তায় এবং ঋণের সুদ হার বৃদ্ধি পায়। প্রচলিত ধারায় ঋণ বিতরণের এসব সমস্যা সমাধানে ডিজিটাল ফাইন্যান্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ এর পাশাপাশি ১১ মার্চ এমএসএমই উদ্যোক্তাদের অর্থায়নে ডিজিটাল ফাইন্যান্স এর উপযোগিতা ও সম্ভবনা নিয়ে আলোচনা করতে ‘Digital Finance for MSMEs’ সেমিনার আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশন। বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য মোঃ রাশেদুল করীম মুন্না। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম ।

সেমিনারের শুরুতে স্বাগত বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার বলেন, অন্যান্য সেবার মতো ব্যাংকিং সেবাও প্রযুক্তি নির্ভর হয়ে যাচ্ছে। ব্যাংকগুলো তাদের সেবাকে অটোমেটেড করছে, ডিজিটালাইজড করছে, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সহযোগিতা নিচ্ছে। ফলে ব্যাংকিং সেবা ও প্রকৃতির আমূল পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি উদ্যোক্তারা যে ব্যাংকিং খাত থেকে কাঙ্ক্ষিত ঋণ পাচ্ছেন না এবং পেলেও কাঙ্ক্ষিত হারে ঋণ পাচ্ছেন না সে বিষয়টি তুলে ধরেন। এছাড়া, জেলা শহরের তুলনায় গ্রামীণ অঞ্চলের উদ্যোক্তারা তুলনামূলক কম ঋণ পাচ্ছেন বলেও উল্লেখ করেন। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইউনাইটেড ন্যাশনস ক্যাপিটাল ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (UNCDF), বাংলাদেশ-এর কান্ট্রি প্রজেক্ট কোঅর্ডিনেটর মোঃ আশরাফুল আলম। তিনি তাঁর উপস্থাপনার শুরুতে ডিজিটাল ফাইন্যান্স প্রসারে এমএসএমই উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল প্রযুক্তি আত্তীকরণের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। কারণ, উদ্যোক্তারা নিজেরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার না করলে তারা ডিজিটাল ফাইন্যান্স সেবা গ্রহণ করতে পারবেন না। উপস্থাপনার শুরুতে তিনি বাংলাদেশে প্রচলিত বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা যেমন, বিকাশ, নগদ, রকমারি ডট কম, চালডাল, উবার, পাঠাও, সহজসহ বিভিন্ন ডিজিটাল সেবা মানুষের জীবনযাত্রাকে অনেকখানি সহজ করেছে বলে উল্লেখ করেন। ডিজিটাল ফাইন্যান্স ব্যবহারে উদ্যোক্তাদের প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করে তিনি বলেন, এ বিষয়ে এসএমই ফাউন্ডেশন সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করতে পারে।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি এবং অর্থ মন্ত্রণালয়ের আর্থিক প্রতিষ্ঠান বিভাগের সিনিয়র সচিব মোঃ আসাদুল ইসলাম বলেন, এসএমই সেক্টর-ই মূলত কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও জিডিপিতে অবদান রাখার মাধ্যমে অর্থনীতিকে ধরে রাখে। তিনি আরো বলেন, যেহেতু নীতিমালায় আছে এসএমই সেক্টরে ঋণ দিতে হবে, সেহেতু কোনরূপ অজুহাতে ঋণ দেওয়া থেকে বিরত থাকা যাবে না। তিনি সামগ্রিক বিষয়টিকে আরো সহজ করার জন্য এসএমই ফাউন্ডেশনকে প্রধান ভূমিকা পালন করার জন্য আহ্বান জানান। তিনি করোনা ভাইরাসের মত অন্যান্য বিপদের কথা উল্লেখ করে এসএমই সেক্টরে Insurance Coverage এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য মোঃ রাশেদুল করীম মুন্না এমএসএমইদের জন্য আলাদা অর্থায়ন নীতিমালা তৈরি করার জন্য প্রধান অতিথির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন, বর্তমান নীতিমালায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এমএসএমইরা লোন পাওয়ার শর্তগুলো পূর্ণ করতে পারেন না। ডিজিটাল ফাইন্যান্সিং এর ক্ষেত্রে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলোকে কাজে লাগানোর পরামর্শ দেন তিনি।

অনুষ্ঠানের সভাপতি এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম সুনির্দিষ্ট তিনটি বিষয়ের প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, ‘আমরা যদি Digital Approach, Simplification of the Process Ges Mind Set Issue এই তিনটি বিষয়কে ধারণ করে নিজ নিজ জায়গা থেকে অবদান রাখতে পারি তবেই আজকের সেমিনার সার্থক হবে’। তিনি এসএমই খাতে অন্যান্য খাতের তুলনায় অনাদায়ী ঋণের পরিমাণ কম উল্লেখ করে এ খাতের উদ্যোক্তাদের মধ্যে ঋণ বিতরণের জন্য ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতি আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাণিজ্য অনুষদের ডীন এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তৃতা করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য ইসমাত জেরিন খান, ব্যাংক এশিয়ার প্রেসিডেন্ট ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ আরফান আলী, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর পেমেন্ট সিস্টেমস ডিপার্টমেন্ট-এর মহাব্যবস্থাপক মোঃ মেজবাউল হক, শিওর ক্যাশ-এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ড. শাহাদাত খান এবং ডি-মানি বাংলাদেশ-এর, ব্যবস্থাপনা পরিচালক আরেফ আর বশির। সেমিনারে ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রধান নির্বাহী ও এসএমই প্রধান; গবেষণা প্রতিষ্ঠান, দাতা সংস্থা, এসএমই সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দ, উদ্যোক্তা, বাংলাদেশ ব্যাংক ও বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দসহ শতাধিক অতিথি অংশগ্রহণ করেন।

বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা
নারী
রেজবিন বেগম
পিপলস ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদারগুডস

নারী তুমি এগিয়ে চলো সম্মুখ পানে, সফলতা তোমার অপেক্ষায়। এই মন্ত্রে বিশ্বাসী সফল এক নারী উদ্যোক্তার নাম রেজবিন বেগম। নানা চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে তাঁর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান 'পিপলস ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদার গুডস' আজ এক দৃষ্টান্ত। রেজবিন বেগমের মেধা ও যুগোপযোগী নেতৃত্বে এই প্রতিষ্ঠানে তৈরি চামড়াজাত পণ্য দেশের বাজার পেরিয়ে আজ আন্তর্জাতিক বাজারে পৌঁছেছে। সৃষ্টি হয়েছে ৪০জন নারী-পুরুষের কর্মসংস্থান। দেশে এসএমই উদ্যোক্তা তৈরি, চামড়াজাতপণ্য শিল্পের জন্য দক্ষ জনবল তৈরি, সর্বোপরি জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নে নিজেকে নিয়োজিত করার মাধ্যমে রেজবিন বেগম আজ এক সফল ও অনুকরণীয় উদ্যোক্তা।

গাইবান্ধার ফুলছড়ি থানার কাতলামারী খাঁ পাড়া গ্রামে ১৯৮২ সালে জন্ম নেয়া রেজবিন বেগম সফলতা অর্জনে অতিক্রম করেছেন দীর্ঘ পথ। বেসরকারি চাকুরিজীবি বাবা মোঃ জুলফিকার খান ও পল্লী চিকিৎসক মা মোছাঃ মমতাজ খানম এর দ্বিতীয় সন্তান রেজবিন বেগম। নিজ গ্রামের নবাবপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ব শেষ করে তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত করেন সাত মাইল দূরের বাদিয়াখালী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে। পরবর্তীতে ফুলছড়ি কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক এবং গাইবান্ধা সরকারি কলেজ থেকে ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগে অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। উচ্চ শিক্ষার প্রতি আগ্রহী রেজবিন স্টামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মার্কেটিং বিষয়ে এমবিএ ডিগ্রি এবং ইষ্ট ওয়েষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লেদার ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারিং বিষয়ে পোষ্ট গ্রাজুয়েট ডিপ্লোমা সম্পন্ন করেন।

২০০৬ সালে ঢাকার বেপজা পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ এ শিক্ষক হিসেবে রেজবিন কর্মজীবন শুরু করেন। দুই বছর পর সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন ঢাকার উত্তরার মাইলস্টোন স্কুল অ্যান্ড কলেজে। ২০০৮ সালে স্কুল শিক্ষক রেজবিন বেগম লেদার ইঞ্জিনিয়ার মোঃ হাফিজুর রহমান (হাফিজ) এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। এই সুবাদে চামড়াজাতপণ্য তৈরি ও বিক্রয় ব্যবসার প্রতি ভালোবাসা ও আগ্রহ তৈরি হয়। লেদার ইঞ্জিনিয়ার স্বামীর সাথে বিভিন্ন ফুটওয়্যার এবং লেদার গুডস তৈরির কারখানা পরির্দশন করতে থাকেন। তারা নিজেদের মেধা ও অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁরা ব্যবসায়িক উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

২০১২ সালে রেজবিন তাঁর স্বামীকে সাথে নিয়ে 'পিপলস নাইফ ইঞ্জিনিয়ারিং' নামে ফুটওয়্যার ও লেদার গুডস এন্সেরিজ এর কারখানা প্রতিষ্ঠা করেন। ২০১৪ সালে একজন কর্মী, একজন সহযোগী, দুইটি মেশিন এবং ৩ লক্ষ টাকার পূঁজি নিয়ে ঢাকার আশুলিয়ায় মাত্র ৫০০ বর্গফুটের একটি ঘর ভাড়া করে পিপলস ফুটওয়্যার এন্ড লেদারগুডস নামে জুতা তৈরির কারখানা গড়ে তোলেন। প্রাথমিক অবস্থায় স্থানীয় নিম্ন আয়ের মানুষকে টার্গেট করে মাত্র ৭০ টাকা দামের লেডিস স্যান্ডেল তৈরি করেন। উৎপাদিত জুতা একটি টেবিলে সাজিয়ে প্রতিদিন কারখানার সামনেই বিক্রয় করতেন। অল্প সময়ের মধ্যেই এলাকায় পিপলস ফুটওয়্যার এন্ড লেদারগুডসের জুতার পরিচিতি ছড়িয়ে পড়ে। চাহিদা ভালো থাকায় স্থানীয় হকার থেকে শুরু করে ছোট দোকানিরা পাইকারি অর্ডার দিতে শুরু করেন। ঢাকার উত্তরায় আয়োজিত একটি বৈশাখী মেলায় অংশগ্রহণ করে ব্যপক সাড়া পায় রেজবিনের তৈরি নান্দনিক ডিজাইনের জুতা ও স্যান্ডেল। উত্তরায় পরিচিত শিক্ষিকা এই উদ্যোক্তার নিকট নতুন নতুন ডিজাইন ও আরও উন্নত জুতার জন্য নারী ক্রেতাদের চাহিদা দিন দিন বাড়তে থাকে। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদার সাথে খাপ খাইয়ে রেজবিন সামনে এগুতে থাকেন। বাড়তে থাকে কারখানা ও উৎপাদনের পরিসর। একটি বহুজাতিক সু-কোম্পানির সাবেক এক কর্মকর্তার একটি বড় অর্ডার রেজবিনের কারখানার উৎপাদনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এই অর্ডার এবং যথাসময়ে ডেলিভারি রেজবিনের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়। বর্তমানে রেজবিনের পিপলস ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদারগুডস বাটা সু কোম্পানি, এপেক্স ফুটওয়্যার, এসেন্সজার ফুটওয়্যার অ্যান্ড লেদারগুডস, রয়েল ফুটওয়্যার, বিএজিসহ বিভিন্ন কোম্পানিতে জুতা সরবরাহ করছে।

ব্যবসার পাশাপাশি সামাজিক দায়বদ্ধতার অংশ হিসেবে শিক্ষিত বেকার জনগোষ্ঠীকে জনশক্তিতে রূপান্তরের প্রয়াসে গড়ে তুলেছেন ব্যবহারিক প্রশিক্ষণভিত্তিক প্রতিষ্ঠান 'পিএলজি লেদার ট্রেনিং সেন্টার'। প্রতিষ্ঠানটি ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের অনুমোদন লাভ করেছে। বর্তমানে রেজবিনের ৩০০০ বর্গফুটের পিপলস ফুটওয়্যার কারখানায় কাজ করছেন ৩৫জন কর্মী। তৈরি করছেন চামড়ার তৈরি জুতা, সেন্ডেল, বেল্ট, মানিব্যাগ, লেডিস পার্স, হ্যান্ড ব্যাগ, এক্সিকিউটিভ ব্যাগ ও জ্যাকেট । শিগগিরই গাইবান্ধার বিসিক শিল্প নগরীতে রেজবিন বেগমের ৯০০০ বর্গফুটের কারখানা নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে। তার প্রতিষ্ঠান পিপলসের পণ্য বাংলাদেশ, জাপান ও মালেয়শিয়ার বাজারে সুনামের সঙ্গে বিক্রি হচ্ছে। রেজবিন স্বপ্ন দেখেন তাঁর নিজের তৈরি ব্রান্ড 'পিপলস' দেশের বাজার জয় করে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতায় বাংলাদেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। স্বপ্ন জয়ের পথে অদম্য গতিতে এগিয়ে চলছেন রেজবিন ও তাঁর প্রতিষ্ঠান পিপলস ফুটওয়্যার লিমিটেড।

বর্ষসেরা মাঝারি উদ্যোক্তা
পুরুষ
মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম
ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রডাক্টস বিডি

বাংলাদেশের গ্রামে গ্রামে চারপাশের পরিবেশে তাকালেই দেখা মিলবে ছন, তালপাতা, খেজুরপাতা কিংবা হোগলা পাতার মত অনেক জিনিস। বেশিরভাগ মানুষের কাছেই এসব জিনিস পরিত্যক্ত বা অপ্রয়োজনীয়। তবে এসবের মধ্যেই উন্নয়ন আর সম্ভাবনা দেখেছেন মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম। তাই চাকরি ও শিক্ষকতা দিয়ে পেশাগত জীবন শুরু করলেও শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠেছেন উদ্যোক্তা। মাত্র ৫৪ লাখ টাকার অল্প পুঁজি দিয়ে শুরু করে তার তৈরি করা পণ্য এখন দেশের গণ্ডি পেরিয়ে ছড়িয়েছে এশিয়া, ইউরোপ, আমেরিকায়।

পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা মোঃ আব্দুস সালামের চার সন্তানের মধ্যে প্রথম মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম। জন্ম ১৯৮১ সালে ঢাকার কমলাপুর এজিবি কলোনীতে। বাবা মোঃ আব্দুস সালাম একজন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মকর্তা এবং মা কামরুন নাহার গৃহিনী। তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম বাবা-মা'র চার সন্তানের মধ্যে প্রথম এবং একমাত্র পুত্র সন্তান।

নেদারল্যান্ডের একটি কোম্পানিতে বায়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম। সেই সুবাদে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিংটা ভালোভাবে শেখা হয়ে যায় তার। সাড়ে তিন বছর চাকরি করার পর চাকরি ছেড়ে দিয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন বেসরকারি আহসানউল্লাহ্ ইউনিভার্সিটিতে। পার্টটাইম শিক্ষকতা করার এক পর্যায়ে উত্তরাঞ্চলে 'কারুপণ্য' এর পাটের তৈরী সতরঞ্জি ফ্যাক্টরী দেখতে গিয়ে আমার মনে হলো, এই পাটজাত পণ্যতো তিনি নিজেই রপ্তানি করতে পারেন। তাই চাকরি ও শিক্ষকতা জীবনের সমস্ত সঞ্চয় ১৪ লক্ষ টাকা আর বাবার কাছ থেকে ৪০ লক্ষ টাকা পুঁজি নিয়ে ব্যবসা শুরু করলেন।

জাতীয় এসএমই উদ্যোক্তা পুরস্কার ২০২০

৩৯ বছর বয়সী এই উদ্যোক্তা বিজিএমইএ ইউনিভার্সিটি ফর ফ্যাশন অ্যান্ড টেকনোলজি (বিইউএফটি) থেকে "ডিজাইন এবং পণ্যের মান উন্নয়ন" বিষয়ে ডিগ্রি নিয়ে ২০০৮ সালে তার প্রথম কারখানা 'ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি' গড়ে তোলেন। শুরুতে ৯০টা তাঁত কল স্থাপন করলেন।

শুরুটা ভালো হলো না ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি'র। প্রতিষ্ঠার পর নয় মাস পর্যন্ত কোনো অর্ডার পেলো না প্রতিষ্ঠানটি। যেহেতু পণ্যগুলো ১০০ভাগ রপ্তানীমুখি তাই বড় কোনো পণ্যের অর্ডার না পাওয়া প্রতিষ্ঠানটি প্রায় বন্ধ হওয়ার উপক্রম হলো। দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর 'কিক্ টেক্সটাইল' নামের জার্মান এক কোম্পানির কাছ থেকে সতরঞ্জি তৈরির একটি বড় অর্ডার মিলল। সেই সাথে সফলতার যাত্রা শুরু করলো ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি। এরপর আর পেছন ফিরে তাকাতে হয়নি তাকে। তার ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি'র পণ্য নিয়ে রাশিয়ার মস্কোতো 'টেক্সটাইল ও জুট ফেয়ার', জাপানের টোকিওতে 'ইন্টেরিয়র লাইফ স্টাইল ফেয়ার', ভারতে 'ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল মেগা ট্রেড ফেয়ার', জার্মানীর 'অ্যাম্বিয়েন্ট ফেয়ার' এবং বাংলাদেশে 'ন্যাশনাল জুট ফেয়ার', 'ন্যাশনাল ফার্নিচার ফেয়ার'সহ দেশে-বিদেশে বিভিন্ন মেলায় অংশগ্রহণ করে প্রচুর সুনাম কুড়িয়েছে। বর্তমানে ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি তাদের উৎপাদিত পণ্য ইউরোপ ও আমেরিকার প্রায় ৪০ টি দেশে প্রায় ৪৭ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করছে। বর্তমানে তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম কলা গাছ ও আনারস গাছের আঁশ প্রক্রিয়াজাত করার মাধ্যমে নতুন পণ্য তৈরি ও রপ্তানি করছেন। পাট, সুতা, হোগলা পাতা, কাশিয়া, ছন, তালপাতা, খেজুর পাতা আর গার্মেন্টসের ঝুট থেকে তৈরি করেন পরিবেশবান্ধব পাপোস, ঝুড়ি, ডোর ম্যাট ও ফ্লোর ম্যাট। তার কারখানায় প্রতি মাসে তৈরি হয় বিভিন্ন ধরনের ৫০,০০০ পিস রাগস (পাপোস), ২৫,০০০ পিস ঝুড়ি, ৫,০০০ পিস ডোর ম্যাট ও ২,৫০০ ফ্লোর ম্যাট। প্রায় এক যুগের পরিশ্রমে মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম বিশ্বের বৃহত্তম পোর্টাল "অ্যামাজন" এর মাধ্যমে অন্তত ৪০টি দেশে প্রায় ৪৭ লাখ ডলারের পণ্য রপ্তানি করেন । তার ১০০% কমপ্লায়েন্ট ও স্বাস্থ্য-সম্মত পরিবেশের কারখানায় বর্তমানে প্রায় আড়াইশো' কর্মী কাজ করছেন, যাদের বেশিরভাগই মহিলা । দেশের উত্তরাঞ্চলের গ্রামীন মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করতে বিশেষ অবদান রাখছে তার এই উদ্যোগ।

এসব উদ্ভাবনী ও উন্নয়মূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ উদ্যোক্তা হিসেবে তিনি জাতীয় পাট দিবস পুরস্কার-২০১৭ 'সেরা বহুমূখী পাটপন্য রপ্তানিকারক', জাতীয় পাট দিবস পুরস্কার-২০১৮ 'বহুমূখী পাটপণ্য রপ্তানিকারক- সেরা উদ্যোক্তা", হস্তশিল্পজাত পণ্য ক্যাটাগরিতে ২০১৪-১৫, ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭ অর্থবছরে পরপর তিনবার জাতীয় রপ্তানি ট্রফি/সনদ, স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক অ্যাগ্রো অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ এবং ৭ম এইচএসবিসি এক্সপোর্ট এক্সেলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০১৭ অর্জন করেন উদ্যোক্তা মোঃ তৌহিদ বিন আব্দুস সালাম।

২০২০ সালে নীলফামারীতে ৮০,০০০ থেকে ১,০০,০০০ বর্গফুট আয়তনের বড় একটি কারখানা নির্মাণের মাধ্যমে আরো বেশি মানুষের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা রয়েছে এই উদ্যোক্তার। তার আশা, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে ক্লাসিক্যাল হ্যান্ডমেইড প্রোডাক্টস বিডি'র পক্ষ থেকে বছরে ৯০ লাখ থেকে ১ কোটি ডলারের পণ্য রপ্তানি করা সম্ভব হবে।

বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা পুরুষ
মোঃ সফিকুল ইসলাম
মহানগর প্যাকেজেস

কাগজের প্যাকেটের বায়ার হিসেবে চাকরি করতে করতেই এ খাতের উদ্যোক্তা হয়ে ওঠেন স্বপ্নবাজ মানুষ মোঃ সফিকুল ইসলাম। দেশের লাখো ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তার মতোই তারও এগিয়ে যাবার গল্প কুসুমাস্তীর্ণ ছিলোনা কখনোই। ছিল মধ্যবিত্তের চিরায়ত আর্থিক টানাপোড়েনও। তারপরও থেমে যাননি মোঃ সফিকুল ইসলাম।

নোয়াখালীর ছেলে মোঃ সফিকুল ইসলামের জন্ম ১৯৬৪ সালের ২ জানুয়ারি। ৮ ভাই-বোনের মধ্যে তৃতীয় মোঃ সফিকুল ইসলাম। ১৯৮০ সালে মাধ্যমিক, ১৯৮২ সালে উচ্চ মাধ্যমিক এবং ১৯৮৬ সালে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ব্যবস্থাপনায় সম্মান ২য় স্থানসহ স্নাতোকোত্তর ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮৮ সালে প্যাকেজিং বায়ার হিসেবে কর্মজীবন শুরু করেন লিভার ব্রাদার্স অর্থাৎ বর্তমান ইউনিলিভারে। ১৫ বছরের প্যাকেজিংয়ের অভিজ্ঞতা, দেশে-বিদেশে বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রি ভিজিট ও প্রোফাইল স্ট্যাডির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ২০০৩ সালে চট্টগ্রামের পাহাড়তলীর সরাইপাড়া এলাকায় মাত্র তিন লক্ষ টাকা দিয়ে মহানগর প্যাকেজেস নামে একটি কার্টুন ফ্যাক্টরি গড়ে তোলেন এই উদ্যোক্তা।

ব্যবসা বাড়লে ২০০৪ সালে তাঁর মহানগর প্যাকেজিং ফ্যাক্টরী সরাইপাড়া থেকে ষোলশহর বিসিক শিল্প এলাকায় স্থানান্তর করেন। ২০০৬ সালে সেখানেই আরো একটি ইউনিট স্থাপন করেন তিনি। এই সময় ইউনিলিভার কর্তৃপক্ষ সফিকুল ইসলামকে ফ্লেক্সিবল প্যাকেজিং শুরু করার প্রস্তাব দেন। তবে এজন্য দরকার অনেক বিনিয়োগ, যা চাকরিজীবী সফিকুল ইসলামের পক্ষে জোগাড় করা ছিল প্রায় অসম্ভব। তবে দমে যাবার পাত্র নন তিনি।

২০০৯ সালে ২৫ কোটি টাকা ব্যাংক লোন নিয়ে নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় গড়ে তুললেন সাজিনাজ এক্সিমপ্যাক লিমিটেড। তাঁর করোকেটেড কার্টুনের প্রধান গ্রাহক হলো লিভার ব্রাদার্স বা ইউনিলিভার। তারপর রেকিট, আবুল খায়ের গ্রুপসহ বড় বড় কোম্পানির কাছ থেকেও অর্ডার পেতে শুরু করেন সফিকুল ইসলাম। মূলত নমনীয় পলিমার প্যাকেজিং পণ্যগুলোর প্রাথমিক প্যাকেজিং যেমন ব্যাগ, পাউচ, ফিল্মস, ল্যামিনেটস, স্লিভস এবং লেবেল এসব তিনি তার প্রতিষ্ঠানে তৈরি করতে লাগলেন।

ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়ালো সাজিনাজ এক্সিমপ্যাক লিমিটেড। বছর বছর তার প্রতিষ্ঠানে যোগ হতে লাগল নতুন নতুন সাফল্যেও পালক। তার প্যাকেজিং পণ্যগুলো খাদ্য, শিল্প, পানীয়, ডিটারজেন্ট, টয়লেট্রিজ এবং চিকিৎসাশিল্পসহ বিভিন্ন ধরণের শিল্পে ব্যবহৃত হয়। সফিকুলের প্রতিষ্ঠানটি এখন ISO Standard: 22000, 22000:2005, 22002-4:2013 ইত্যাদি মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অনুসরণ করতে সক্ষম।

মাত্র তিন লক্ষ টাকা দিয়ে উদ্যম, কর্মদক্ষ ও প্রত্যয়ী সফিকুল ইসলামের শুরু করা সাজিনাজ এক্সিমপ্যাক লিমিটেড আজ একটি সফল প্রতিষ্ঠান। তাঁর কর্মস্পৃহা এবং কর্মদক্ষতা সবসময় অনুপ্রাণিত করবে নতুন উদ্যোক্তাদের।

দেশের বিপুল কর্মহীন জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থান করার অদম্য ইচ্ছার কথা জানান উদ্যোক্তা মোঃ সফিকুল ইসলাম। চট্টগ্রামের নাসিরাবাদ শিল্প এলাকায় আরো একটি প্যাকেজিং কারখানা তৈরি করার পরিকল্পনা রয়েছে তাঁর। এছাড়া সাজিনাজ এক্সিপ্যাকের কারখানা সম্প্রসারনের উদ্যোগও নিয়েছেন তিনি, যেখানে আরো ১৫০ জন লোকের কর্মসংস্থান হবে।

বর্ষসেরা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা
নারী
রেহানা আক্তার
ক্লে ইমেজ

সিরামিক পণ্যের ক্যানভাসে সমৃদ্ধির স্বপ্ন আঁকেন রেহানা আক্তার। তার নিপুন হাতের শিল্পকর্মের ছোঁয়ায় সাদামাটা সিরামিক পণ্য অভিজাত আর বহুমাত্রিক পটচিত্রে ভরপুর। পরিবারের প্রায় সদস্যই ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার কিংবা চাকুরিজীবি। তাই ছোটবেলা থেকেই রেহানা আক্তারের স্বপ্ন ছিলো তিনি ডাক্তার হবেন। এইচএসসি পাশের করে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে ভর্তিও হয়েছিলেন। তবে জীবনের সব হিসাব পাল্টে গেল পরের বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় ভর্তি হয়ে। সেখানকার সিরামিকস বিভাগে ভর্তির প্রথম বছরেই নিজের সৃজনশীল প্রতিভার স্বীকৃতি হিসেবে একটি পুরস্কার জিতে নেন। এরপর একের পর এক চাকরির অফার আসতে থাকে। তবে চিন্তায় মননে একজন উদ্যোক্তা হয়ে ওঠার স্বপ্ন রেহানার হাতে আজ তুলে দিয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশনের বর্ষসেরা ক্ষুদ্র নারী উদ্যোক্তার পুরস্কার।

১৯৭৬ সালে ঢাকায় জন্ম রেহানা আক্তারের। ৬ ভাই-বোনের মধ্যে তিনি চতুর্থ। বাবা ছিলেন এয়ারক্র্যাফ্ট ইঞ্জিনিয়ার। স্কুলে ভর্তি হওয়ার আগেই নার্সারি, কেজি ও ওয়ানের সব পড়া শিখে ফেলায় বাবা রেহানাকে সরাসরি ক্লাস টু'তে ভর্তি করিয়ে দেন। তাই মাত্র ১৩ বছর বয়সে এসএসসি এবং ১৫ বছর বয়সে এইচএসসি পাশ করেন রেহানা। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা বিভাগে ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে সিরামিক্স বিষয়ে ভর্তি হয়ে গেলেন অনেকটা শখের বশে।

ডিপার্টমেন্টে প্রতি বছর শিল্পী জয়নুল আবেদীন এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে একটি প্রদর্শনী হয়। সেই প্রতিযোগিতায় সিনিয়রদের সাথে অংশগ্রহণ করে Media Best Award জিতে নেন রেহানা। এরপর থেকে প্রতি বছরই এই অ্যাওয়ার্ড তার দখলে চলে যায়। ৪র্থ বর্ষের ছাত্রী থাকা অবস্থায় মুন্নু সিরামিক্সের এক বড় কর্মকর্তা রেহানার কাজে মুগ্ধ হয়ে রেহানাকে চাকুরীর প্রস্তাব দেন। এরপর ডিপার্টমেন্টের প্রদর্শনীতে এসে এক ফার্নিচার কোম্পানীর কর্মকর্তা রেহানার তৈরী একটি ফ্লাওয়ার ভাস পঞ্চাশ হাজার টাকায় কিনে গুলশানের ফার্নিচারের শো রুমে রাখেন। ফ্লাওয়ার ভাসটি দেখে মুগ্ধ হয়ে এক নারী ক্রেতা রেহানাকে বাসায় নিয়ে তার বাড়ির দেয়াল তিনি সিরামিক্স দিয়ে সাজানোর কথা জানান। ধানমন্ডিতে 'পেন্সিল' নামে ছবি আঁকার একটা স্কুল চালাতেন, ওখান থেকে আড়াই-তিন হাজার টাকা এবং ছবি বিক্রির টাকা থেকে মাসে মাসে আসতো পাঁচ-ছ' হাজার টাকা। এই ছিলো তার সম্বল। একটু একটু করে টাকা জমাতেন, একটু রং, একটু ম্যাটেরিয়াল কিনতেন সেই টাকা দিয়ে। আর তাই দিয়ে প্রোডাক্ট বানাতেন। মাটি পোড়ানোর জন্য নিজস্ব কোন চুল্লি ছিলো না বলে ভাইয়ের পরিচিত নারায়নগঞ্জের এক চুল্লি থেকে, রায়ের বাজারে চিমনি আছে, ফার্নেস আছে এরকম জায়গা থেকে প্রোডাক্টগুলো ফায়ারিং করে নিয়ে আসেন রেহানা। কোনো কর্মচারী বা সহযোগী ছাড়া তিনি একাই সব কাজ করতেন।

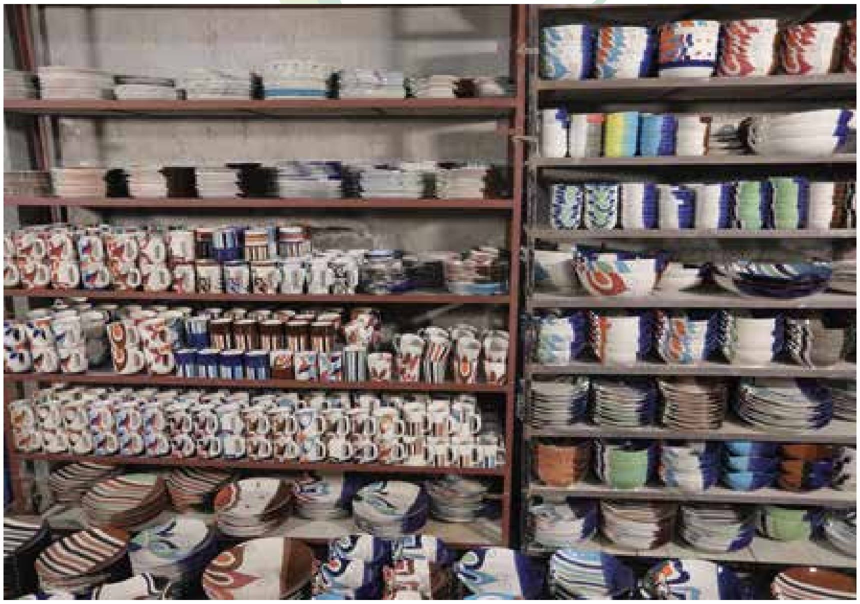

শিল্পী রেহানার কাছে ধীরে ধীরে সিরামিকই হয়ে উঠলো ক্যানভাস। শিল্পকর্ম নিয়ে অফিসার্স ক্লাবের প্রথম মেলাতেই দু'দিনে রেহানার সমস্ত শিল্পকর্ম বিক্রি হয়ে গেলে তার উৎসাহ দ্বিগুন বেড়ে গেলো। ক্রেতার পছন্দ এবং পণ্যের চাহিদা রেহানাকে একটি কারখানা স্থাপনে উদ্বুদ্ধ করতে লাগলো। একটা সিরামিক্স কারখানা করার জন্য জায়গা দরকার, নিজস্ব চুল্লী দরকার, অনেক দক্ষ শ্রমিক দরকার। এতো কাজ, এত টাকার সংস্থান তিনি কিভাবে করবেন? এ পর্যায়ে এসে প্রথম বাধা আসলো পরিবার থেকে। কিন্তু রেহানার সাফল্যের কাছে তাঁরা হার মানলেন। পরিবার থেকে ১০ লক্ষ টাকা তার ব্যবসার জন্য সহযোগিতা পেলেন। শৈল্পিক ও দৃষ্টিনন্দন প্রোডাক্টের চাহিদা ক্রমশ বাড়তে থাকলো। শত প্রতিকূলতা পেরিয়ে রেহানা আউটলেট করলেন ধানমণ্ডিতে। রাতদিন পরিশ্রম করে প্রশিক্ষণ দিয়ে দক্ষ কর্মী তৈরী করলেন। পাশাপাশি অনেকের পড়ালেখার দায়িত্বও নিজ কাঁধে তুলে নিলেন রেহানা। এতে কর্মচারীদের পরিবারের সদস্যের তিনি যথাযথ মর্যাদা দিলেন। বর্তমানে ৭০ জনের মত কর্মী নিয়ে ক্লে ইমেজ একটি পূর্ণাঙ্গ প্রতিষ্ঠান।

বর্ষসেরা মাইক্রো উদ্যোক্তা
পুরুষ
মোঃ জালাল হোসেন
মেসার্স রিয়াদ ট্রেডিং এন্ড বোন মিল

কতটা অদম্য সাহস, পরিশ্রম আর আত্মবিশ্বাস থাকলে প্রচলিত ব্যবসার বাইরে গিয়ে একেবারে ব্যতিক্রমর্ধী ব্যবসার মাধ্যমে সফলতার দ্বারপ্রান্তে পৌঁছা যায়, তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা মোঃ জালাল হোসেন। মাত্র এসএসসি পাশ করা জালাল উদ্দিন প্রমাণ করেছেন, শিক্ষাই কেবল সফলতার মুল শক্তি নয়, দরকার উদ্যম আর নতুন কিছু করার সাহস।

মোহাম্মদ জালাল হোসেনের জন্ম ১৯৭০ সালের ১৮ই জানুয়ারি বাগেরহাট জেলার মোড়লগঞ্জে। কৃষক বাবা মোঃ হাশেম হাওলাদার আর মা রহিমা বেগমের আট সন্তানের মধ্যে সপ্তম সন্তান জালাল উদ্দিনের শৈশব ও কৈশোর কেটেছে মোড়লগঞ্জেই।

স্থানীয় স্কুল থেকে এসএসসি পাশ করার পর উপার্জনের একটি ভালো উপায় খুঁজছিলেন মোঃ জালাল হোসেন। বড় ভাইকে জানালেন তাঁর ইচ্ছের কথা। বড়ভাই তখন বিভিন্ন প্রাণীর হাড় সংগ্রহ করে, প্রক্রিয়াজাতকরণ করে বেক্সিমকো ফার্মাসিটিক্যালস কোম্পানিতে সরবরাহ করতেন। ভাল লাভও হচ্ছিল। জালাল হোসেন বুঝতে পারলেন যে, জীবজন্তুর হাড়ে থাকে মানবজীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন ওষধের অপরিহার্য কাঁচামাল আর দেখলেন এই ব্যবসাটা খুব অল্প মানুষই করে। তাই স্বল্পপুঁজির এই ব্যতিক্রমধর্মী ব্যবসায় আগ্রহী হয়ে উঠলেন জালাল হোসেন।

নিম্ন মধ্যবিত্তের একটি ছেলে চাইলেইতো সব হাতের মুঠোয় আসে না। সাহস আর আত্মবিশ্বাসের উপর ভর করে ভাইয়ের সাথে কাজ করার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে জালাল হোসেন তার জমানো ৫২ হাজার টাকার এফডিআর ও বাবার কাছ থেকে ১লক্ষ টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করার সিদ্ধান্ত নিলেন। ২০০৪ সালে খুলনার বাটিয়াঘাটায় মেসার্স রিয়াদ ট্রেডিং অ্যান্ড বোন মিল নামে প্রতিষ্ঠান গড়ে উদ্যোক্তা হিসেবে তার পথচলা শুরু করে।

শেষ সম্বল দিয়ে শুরু করা ব্যবসার উন্নতির জন্য জালাল হোসেন কঠোর পরিশ্রম করতে লাগলেন। ব্যবসার উন্নতির কথা মাথায় রেখে দিনের অধিকাংশ সময় তার কারখানাতেই কাটে। কর্মীদের সাথে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করা, হিসাব নিকাশ ঠিক রাখা, কাঁচামাল সংগ্রহ হতে পণ্য সরবরাহ সবই তাকে করতে হয়। কদিনের মধ্যেই বাংলাদেশের স্বনামধন্য ঔষধ তৈরির প্রতিষ্ঠান অপসোনিন ফার্মাসিউটিকেল এ পণ্য সরবরাহের অর্ডার পান। জীবজন্তুর হাড়ে থাকা মানবজীবন রক্ষাকারী বিভিন্ন প্রক্রিয়াজাত উপাদান ক্যাপসুলের খোল তৈরির কাঁচামাল হিসেবে জালাল হোসেন অপসোনিন ফার্মাসিউটিকেলে সরবরাহ করে থাকেন। ধীরে ধীরে তার প্রতিষ্ঠানে প্রক্রিয়াজাতকৃত পণ্যের চাহিদা বাড়তে লাগলো। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্র নিয়ে পরিবেশবান্ধব ব্যবসার অগ্রযাত্রার ফলে তিনি ২০০৮ সালে ঢাকার যাত্রাবাড়িতে আরেকটি কারখানা গড়ে তুললেন।

তবে সনকিছু এত মসৃণ ছিলনা জালাল হোসেনের। যাত্রাবাড়িতে কারখানা ভবন, অবকাঠামো নির্মাণ ও যন্ত্রপাতির জন্য যে পরিমাণ আর্থিক ব্যয় হবে, সেই পরিমাণ ঋণ দিতে এগিয়ে এলো না কোন ব্যাংক। তবে হাল ছাড়েননি তিনি। দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর পরিবেশবান্ধব একটি ব্যবসা এবং এই ব্যতিক্রমধর্মী উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে এগিয়ে আসলো প্রিমিয়ার ব্যাংক। এ ব্যাংক হতে ৭০ লক্ষ টাকার ঋণ মিললো তার। উদ্যোক্তার কর্মের একাগ্রতা, দক্ষতা ও ব্যবসার সফলতা দেখে বর্তমানে ব্যাংকের এই ঋণ সুবিধা চার কোটিতে পৌঁছেছে।

আজ কাঁচামাল সংগ্রহকারী শ্রমিক থেকে শুরু করে তার কারখানায় কর্মরত নিয়মিত ও অনিয়মিত শ্রমিকরা তাকে অভিভাবকের মর্যাদা দেন। গরু-মহিষের হাড়গোড়, শহরের বিভিন্ন রেস্টুরেন্ট, ডাস্টবিন থেকে সংগ্রহকারীদের মাধ্যমে এবং কসাইদের কাছ থেকে কাঁচামাল সংগ্রহ করায় ঢাকা ও খুলনার আশে-পাশের হতদরিদ্র এবং ভাসমান মানুষদের জন্য বিকল্প আয়ের পথ শুধু সৃষ্টি করেননি জালাল হোসেন, তিনি পরিবেশ রক্ষায়ও বড় ধরণের অবদান রেখে চলেছেন ।

উদ্যোক্তা জালাল হোসেন এখন স্বপ্ন দেখেন কারখানা আরো বড় করার। হাড় প্রক্রিয়াজাতকরণের পাশাপাশি এসব বর্জ্য থেকে কৃষিকাজের জন্য জৈব সার প্রস্তুত করে কৃষিতে অবদান রাখার আশা ব্যক্ত করেছেন তিনি।

‘রপ্তানি বাণিজ্যে এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ সেমিনার

‘রপ্তানি বাণিজ্যে এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণ: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ সেমিনারে উপস্থিত অতিথিবৃন্দ

জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০ আয়োজনের অংশ হিসেবে ০৫ মার্চ ২০২০ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘রপ্তানি বাণিজ্যে এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণঃ সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম -এর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা কমিশন (শিল্প ও শক্তি বিভাগ)-এর সদস্য (সিনিয়র সচিব) বেগম শাহীন আহমেদ চৌধুরী এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য মিসেস হাসিনা নেওয়াজ এবং মিসেস ইসমাত জেরিন খান। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং’র মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান বলেন, শতকরা ৫০% নারীর এই দেশে নারীদেরকে অর্থনৈতিক মূল স্রোতধারার বাইরে রেখে সুষম উন্নয়ন সম্ভব নয়। সম্ভাবনাময় নারী-উদ্যোক্তাদের রপ্তানিতে সম্পৃক্ত করতে না পারলে দেশে দ্রুত এবং টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়। মূল প্রবন্ধে ইউএন উইমেন এবং মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের স্ট্রেনদেনিং জেন্ডর রেসপন্সিভ বাজেটিং ইন বাংলাদেশ প্রজেক্ট-এর ন্যাশনাল কনসালটেন্ট নিলুফার আহমেদ করিম উল্লেখ করেন, আইএলও’র ‘World Employment and Social Outlook: Trends 2018’ রিপোর্ট অনুযায়ী ২০০৮-২০১৭ সময়কালে বাংলাদেশে নারী শ্রমশক্তি মোট নারী জনসংখ্যার ৩৫%, যার মধ্যে পোশাক শিল্প এবং সেবা খাতে সর্বাধিক। বাংলাদেশে ৭৮ লক্ষ এসএমই উদ্যোক্তার মধ্যে ৭.২১% নারী উদ্যোক্তা আর ৬ লক্ষ এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের মধ্যে রপ্তানি বাণিজ্যে সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাগণ তাঁদের পুরুষ কাউন্টারপার্টদের তুলনায় কোন অর্থেই কম সম্ভাবনাময় নয়। তিনি রপ্তানি বাণিজ্যে এসএমই নারী উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণে নিম্নোক্ত চ্যালেঞ্জসমূহকে চিহ্নিত করেন;

* রপ্তানি বাণিজ্যে আত্মবিশ্বাসের অভাব
* রপ্তানি বাণিজ্য সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য ও জ্ঞানের অভাব
* রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণে আনডকুমেন্টেড খরচ
* অপর্যাপ্ত রপ্তানিযোগ্য পণ্য
* পণ্যের গুণগতমান ও অনাকর্ষণীয় মোড়ক
* মূলধনের অভাব
* পণ্য পরিবহন এবং অয়্যার হাউসের সীমাবদ্ধতা
* নন-ট্যারিফ বাধাসমূহ
* তথ্য প্রযুক্তিগত জ্ঞানের অভাব

উপর্যুক্ত সমস্যা সমাধানে নিম্নোক্ত সুপারিশ তুলে ধরেন তিনি;

* তৃণমূল পর্যায় থেকে রপ্তানি বাণিজ্যে সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদেরকে এক্সপোর্ট মেন্টরশিপ প্রোগ্রামের মাধ্যমে রপ্তানি বাণিজ্যে সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।
* রপ্তানি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কাগজপত্রাদি/ডকুমেন্ট কমিয়ে আনতে হবে।
* নারী উদ্যোক্তাদের জন্য রপ্তানি বাণিজ্যে ফিন্যান্সিয়াল ইনসেনটিভ এবং ডেডিকেটেড উইম্যান ডেস্ক স্থাপন করতে হবে।
* রপ্তানি বাণিজ্যে নারী উদ্যোক্তাদের মৌলিক এবং উচ্চতর দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।
* ব্যবসায় ব্যবস্থাপনা, হিসাবরক্ষণ, কর্মী প্রশিক্ষণ, বাজার চাহিদা নিরুপণ ইত্যাদি বিষয়ে নারী উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করতে হবে।
* আইসিটি শিক্ষা বিশেষত কম্পিউটার এবং স্মার্টফোন ব্যবহার করে রপ্তানি বাণিজ্য কার্যক্রম পরিচালনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।

সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেগম শাহীন আহমেদ চৌধুরী বলেন, পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষদের সহায়তা ছাড়া নারীদের জন্য রপ্তানি বাণিজ্যে যাওয়া চ্যালেঞ্জিং। এক্সপোর্ট মার্কেট সম্প্রসারণের জন্য মার্কেট বিশ্লেষণ করতে হবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, বিদেশি ক্রেতাদের অর্ডারের সর্বোচ্চ ৩ মাসের মধ্যে প্রোডাক্ট সাপ্লাই দিতে হয় ফলে দ্রুত উৎপাদন সক্ষমতা থাকতে হবে। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহকে এক্সপোর্ট-ইমপোর্ট লিংকেজ তৈরি করে দিতে হবে এবং নারীদের জন্য যে ১০% কোটা সংরক্ষিত আছে তা নারীরা পাচ্ছে কিনা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য মিসেস হাসিনা নেওয়াজ বলেন, রপ্তানি বাণিজ্যে সম্ভাবনাময় নারী উদ্যোক্তাদের নলেজ ক্যাপিটাল বৃদ্ধির মাধ্যমে জ্ঞানের অভাব কাটিয়ে উঠতে হবে। ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে বিদেশি ক্রেতাদের সাথে সরাসরি নিজেই কথা বলতে হবে, সেক্ষেত্রে ইংরেজিতে পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। নিজেদের ইনসেনটিভ প্রাপ্তির উপযোগী করতে হবে এবং Registard Export System (REX) সিস্টেমে নারী উদ্যোক্তাদের অভ্যস্ত হতে হবে। অনুষ্ঠানের অপর বিশেষ অতিথি এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য মিসেস ইসমাত জেরিন খান বলেন, সকল ডকুমেন্ট থাকা সত্ত্বেও ইউরোপের বাজারে নারী উদ্যোক্তারা প্রবেশাধিকার পাচ্ছেন না। বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাস ও কনস্যুলেটের মাধ্যমে যদি যোগাযোগ স্থাপন করে দেয়া যায় তবে ভালো ফলাফল আসবে। পণ্য রপ্তানি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে একটি ‘হট লাইন’ বা ‘ওয়ান বাটন সার্ভিস’ থাকতে পারে। সেমিনারে সরকারি বেসরকারি সংস্থার প্রতিনিধি, ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তা, বিদেশী সংস্থার প্রতিনিধিসহ প্রায় দেড়শ’ অতিথি অংশগ্রহণ করেন।

‘হালকা প্রকৌশল বর্ষপণ্য ২০২০: জাতীয় উন্নয়নে সম্ভাবনা’ সেমিনার আয়োজন

সেমিনারে প্রধান অতিথি শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি ও অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত খাত হচ্ছে হালকা প্রকৌশল শিল্প। এই শিল্প দেশের কৃষি ও খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ, তৈরি পোশাক, নিটওয়্যার, টেক্সটাইল, অটোমোবাইলস্, রেলওয়েসহ বিভিন্ন খাতের জন্য আমদানি-বিকল্প যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ ও আনুষঙ্গিক উপকরণ স্থানীয়ভাবে উৎপাদন, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা সাশ্রয়ে ভূমিকা পালন করছে। এ কারণেই বিশ্বব্যাপী হালকা প্রকৌশল শিল্পকে ‘Mother of All Industrial Sectors’ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক হালকা প্রকৌশল পণ্যকে ২০২০ সালের বর্ষপণ্য হিসেবে ঘোষণা করা হয়। দেশব্যাপী বিস্তৃত প্রায় ৪০ হাজার হালকা প্রকৌশল শিল্প আনুমানিক ১০ লক্ষাধিক কর্মসংস্থান সৃষ্টি করেছে। হালকা প্রকৌশল পণ্যের প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার অভ্যন্তরীণ বাজারের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ চাহিদা স্থানীয়ভাবে পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া ৭ ট্রিলিয়ন ডলারের বৈশ্বিক বাজারেও বাংলাদেশের রপ্তানি মাত্র ৩১ কোটি ৯০ লাখ ডলার।

বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে হালকা প্রকৌশল শিল্প ব্যাপক প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হচ্ছে। এ শিল্পের টেকসই বিকাশ ও রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে পণ্য ও সেবার মানোন্নয়ন, সময়োপযোগী ডিজাইন প্রণয়ন, গুণগত কাঁচামাল ব্যবহার, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, দক্ষ জনবল তৈরি, আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি আত্তীকরণ এবং সর্বোপরি শিল্পমুখী গবেষণা ও নিত্য নতুন উদ্ভাবন অত্যাবশ্যক। এসব পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলার ৮ম দিন ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘হালকা প্রকৌশল বর্ষপণ্য ২০২০: জাতীয় উন্নয়নে সম্ভাবনা’ বিষয়ে সেমিনারের আয়োজন করে এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রযুক্তি উন্নয়ন উইং। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম। সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। সেমিনারে স্বাগত বক্তব্য রাখেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক মিজ ফারজানা খান। সেমিনারের মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন বিটাক-এর পরিচালক ড. সৈয়দ ইহসানুল করিম।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, বর্তমান সরকারের দায়িত্বশীল নেতৃত্বের কারণে আজ বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়েছে। তিঁনি আরো বলেন, বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে দেশীয় শিল্পকে প্রতিযোগিতায় টিকিয়ে রাখতে ও বিকশিত করতে হলে স্থানীয়ভাবে আমদানি-বিকল্প পণ্য, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের উৎপাদন উৎসাহিত করতে হবে। এ লক্ষ্যে কাঁচামাল ও আনুষঙ্গিক উপকরণ আমদানিতে শুল্ক হ্রাস ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মওকুফ এবং প্রয়োজনে আমদানিকৃত ফিনিশড পণ্য, যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশের ওপর অধিক হারে শুল্ক আরোপ করার আহবান জানিয়ে টেকসই শিল্পায়নের জন্য পরিবেশবান্ধব শিল্প স্থাপন, পরিকল্পিত শিল্প নগরী স্থাপন, প্লট বরাদ্দে সঠিক উদ্যোক্তা বাছাইয়ের ক্ষেত্রে কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে বলে জানান শিল্প প্রতিমন্ত্রী। এসএমই ফাউন্ডেশন নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি, ওয়ানস্টপ সেবা প্রদান, পণ্যের বাজার সম্প্রসারণে অনলাইন টুলস্ (ওয়েবসাইট, মার্কেটপ্লেস, ই-কমার্স, ই-মার্কেটিং, ইত্যাদি) ব্যবহার উদ্বুদ্ধকরণ প্রভৃতি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করবে উল্লেখ করে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় হালকা প্রকৌশল শিল্পের ওপর ভিত্তি করে বাংলাদেশকে একটি শিল্পসমৃদ্ধ উন্নত রাষ্ট্রে রূপান্তরের পথে শিল্প মন্ত্রণালয় এগিয়ে যাবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম বলেন, হালকা প্রকৌশল শিল্পের উন্নয়নে বিটাক কে শক্তিশালীকরণ ও কর্মপরিধি সুস্পষ্টীকরণে বিটাক আইন ২০১৯ অনুমোদন করা হয়। এসডিজি’র লক্ষ্যমাত্রা অনুসারে শিল্পোপযোগী কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় ২০৩০ সাল নাগাদ ৩০% জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়া হালকা প্রকৌশল শিল্প বিকাশের পথে বিদ্যমান শুল্ক, ভ্যাট, ট্যাক্স সম্পর্কিত নীতিগত অসংগতিসমূহ উল্লেখ করে উপযুক্ত ব্যাখ্যা ও প্রমাণাদি শিল্প মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য আহবান জানান শিল্প সচিব। সেমিনারে আরো বক্তব্য রাখেন বিটাক মহাপরিচালক ড. মোঃ মফিজুর রহমান এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য এনায়েত হোসেন চৌধুরী, বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতির প্রেসিডেন্ট মোঃ আবদুর রাজ্জাক, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের আইএটি’র প্রাক্তন পরিচালক ড. এম কামাল উদ্দিন। সেমিনারে শিল্প মন্ত্রণালয় ও এর আওতাধীন দপ্তর ও সংস্থা, বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ব্যবসায়ী সংগঠন, ঢাকা, গাজীপুর ও যশোর হালকা প্রকৌশল ক্লাস্টারের প্রতিনিধিসহ শতাধিক অতিথি অংশগ্রহণ করেন।

সম্পাদনা পরিষদ: এস এম শাহীন আনোয়ার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক; মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক; ফারজানা খান, মহাব্যবস্থাপক; সিরাজুল হায়দার এনডিসি, মহাব্যবস্থাপক, মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারি মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন, রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫।
ফোন: (+৮৮০২) ৮১৪২৯৮৩, ০৯৬৬৯৩০০০০১-৪, ফ্যাক্স: ৮১৪৩০৪৪, ই-মেইল: info@smef.org.bd ওয়েব সাইট: www.smef.org.bd